মুমিন জীবনে সময়

(মুসলিম মানসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবনা)

ইউসুফ আল কারজাভি

অনুবাদ : তারিক মাহমুদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

সম্মানিত পাঠক, এই বইটি পড়ার পূর্বে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। উত্তরটা নিজেকেই শুনিয়ে দিন। যদি সম্ভব হয়, উত্তর রেকর্ড করে নিন; পরে নিজেই যেন শুনতে পান। প্রশ্নটি হলো– সময় কী?

উত্তর খুঁজতে শুরু করুন। আশা করছি, সময়ের একটা যুতসই সংজ্ঞা নিশ্চয় খুঁজে পেয়েছেন।

আচ্ছা, আসলেই কি সময়ের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন? নাকি সময়ের একটা অবয়ব আপনার কল্পনার সাগরে ভাসছে। সময়কে কল্পনা করছেন ঘড়ির ঘূর্ণায়মান কাঁটায় কিংবা সূর্যের বদলে যাওয়া অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। আদৌ কি সময়ের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কোথাও বিদ্যমান আছে? না! সম্ভবত নেই।

প্রাত্যহিক জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কেবল সময়ের কোনো পরিচিত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সময় কী– তা খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন। এ ব্যাখ্যা উপলব্ধি আর বোধের; প্রথাগত সংজ্ঞার সীমানার কিছুটা বাহিরে। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা প্রতিনিয়ত সময় আর সময়ের অস্তিত্বকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করে আসছেন। আজতক সুনির্দিষ্ট কিছু বেরিয়ে আসেনি।

মুসলিম দর্শনে সময় নিয়ে বোঝাপড়া আরও ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং তাঁর রাসূল ﷺ বারবার সময়ের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন। জীবনের ক্ষুদ্রতম ইউনিট সময়। ইসলাম তাই সময়ের গাড়িতে চড়ে মানুষকে জান্নাতে নিতে চায়।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামি পণ্ডিত ড. ইউসুফ আল কারজাভি লিখিত *আল ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম* গ্রন্থ লিখে মুসলিম মানসে সময়কে প্রোথিত করার একটা দারুণ উদ্যোগ নিয়েছেন।

এই গ্রন্থে সময়কে আমরা ইসলামি জীবন দর্শনের আলোকে জানব, সময়ের ফাংশন বুঝতে চেষ্টা করব, সময়কে ফলপ্রসূ উপায়ে ব্যবহার করে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছার হিসাব চুকিয়ে নেব। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করা তারিক মাহমুদ ভাই বইটির অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার একটা প্রয়াস নিয়েছেন। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বইটি বাংলায় 'মুমিন জীবনে সময়' শিরোনামে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমরা বিশ্বাস করি, সময়ের সঠিক মূল্যায়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করে একজন মুমিন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে ইনশাআল্লাহ। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩১ অক্টোবর, ২০১৯

অনুবাদকের কথা

‘সময় একটি ধারালো তরবারি। যদি তুমি তাকে না কাটো, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।’

কথাটি আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। আর এই কথাটি পড়েছিলাম ড. ইউসুফ আল কারজাভি’র الوقت فى حياة المسلم (আল ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম) বইতে। ২০১৩ সালে কায়রোতে যাওয়ার পর এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বইটি উপহার হিসেবে পাই। বইটিতে সময়ের তথ্যবহুল ও তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

তবে আরবিতে দুর্বলতার কারণে তখন পুরো বইটা পড়া হয়নি; চুম্বক অংশ পড়েছিলাম। ২০১৮ সালের শুরুতে দেশে ফেরার পর অবসর সময় কাটাচ্ছিলাম। তখন পুনরায় বইটি পড়ার সুযোগ হয়। বইটি পড়ার সময় বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অনুবাদ করার মনস্থির করি। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স থেকে আমাকে কিছু আরবি বই অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আমার দৃষ্টিতে বইটি খুবই চমৎকার। তাদের সাথে বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে তারা খুবই উৎসাহ দেখায়। গার্ডিয়ানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের ভাই এবং মাহমুদুল হাসান ভাই মাঝে মাঝে তাড়া দেওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বইটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। এক-তৃতীয়াংশ অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পর বন্ধুপ্রতীম শাহমুন নাকীব ফারাবী অনুবাদের কিছু বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা আরও গুছিয়ে অনুবাদ করতে আমাকে বেশ সহায়তা করেছে। বিশেষ করে অনুবাদের ওপর তার মূল্যায়ন আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের জন্য উত্তম জাজাহ কামনা করছি।

বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে যা কিছু বলার, পাঠক তা বইয়ের প্রতিটি পাতাতেই খুঁজে পাবেন। আশা করি বইটি সময়ের ব্যাপারে ইসলামি দর্শনকে পাঠকের সামনে খোলাশা করবে। দুটো পয়েন্টের কথা না উল্লেখ করে পারছি না। মানুষ কীভাবে তার হায়াতকে লম্বা করতে পারে এবং মৃত্যুর পরও জীবন কীভাবে বিলম্বিত হয়—এই বই পড়ে পাঠকবৃন্দ তা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

বইটি যদি সম্মানিত পাঠকদের সময় ব্যবস্থাপনায় কিঞ্চিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, তবেই লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক—সবার সফলতা।

তারিক মাহমুদ
মতিঝিল, ঢাকা
২০ অক্টোবর, ২০১৯

ভূমিকা

সময় এক মহামূল্যবান নিয়ামত। মানব জীবনে তার বিশেষ মূল্য রয়েছে। সময়ের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলিমদের নানা ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই বইতে আমি সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। কুরআন-সুন্নাহতে সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে বেশ আলোচনা এসেছে। সেই আলোচনাগুলো আমাকে এ বইটি লেখার পেছনে উৎসাহ দিয়েছে।

সর্বোত্তম যুগে তথা প্রথম যুগের মুসলিমরা সময়ের সাথে কীরকম আচরণ করতেন—তা এখন আমাদের চোখের সামনে। তারা সময়কে খুব হিসাব-নিকাশ করে খরচ করতেন। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের চেয়ে সময়কে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সময়ের প্রতিটি অংশকে কোনো না কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করতেন। তা হতে পারে জ্ঞানার্জন অথবা কল্যাণমুখী কোনো কাজ। আবার হতে পারে আল্লাহর পথে জিহাদ, কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের ভিত নির্মাণ কিংবা মজবুত শিকড়বিশিষ্ট মাথা উঁচু করে রাখা এক সভ্যতার বিনির্মাণ।

আজ মুসলিমরা তাদের সময়গুলো অবহেলায় নষ্ট করে ফেলছে। অপচয় করে ফেলছে নিজেদের জীবনকে। তাদের নির্লিপ্ততা এখন নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। বনি আদমের কাফেলায় তাদের অবস্থান এখন পেছনের সারিতে। অথচ একদা তারাই সামনের সারিতে বসে বনি আদমের নেতৃত্ব দিত। পার্থিব বিবেচনায় তারা যেমন নিজেদের দুনিয়া সাজাতে পারেনি, তেমনি দ্বীনি বিবেচনায় আখিরাতের জন্যও কিছু করতে পারেনি। তারা দুকূলই হারিয়েছে, দুটো কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে।

আফসোস, যদি তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত! তাহলে দুনিয়ার সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন তাকে চিরকাল দুনিয়াতেই থাকতে হবে। আর আখিরাতের সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন আগামীকালই তার মৃত্যু হবে। কুরআনের অর্থবোধক এই আয়াতটিকে তাদের স্লোগান বানাত–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

> ‘হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো।’ সূরা বাকারা : ২০১

হয়তো সময়ের গতি একদিন তাদের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করে দেবে। দিন-রাতের বিবর্তন তাদের সতর্ক করে দেবে। তবে যদি কখনো তাদের হৃদয় ও মনে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে, কেবল তখনই তা সম্ভব হতে পারে।

'যারা আল্লাহকে জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং যারা চিন্তা-ফিকির করে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে আর বলে– "আমাদের প্রভু! তুমি এসব অকারণে সৃষ্টি করোনি। তুমি সবকিছুর ত্রুটিমুক্ত নিখুঁত পরিচালক। অতএব, তুমি আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করো। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি যাকে আগুনে দাখিল করবে, তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করে ছাড়বে আর জালিমদের জন্য থাকবে না কোনোই সাহায্যকারী। আমাদের প্রভু! আমরা শুনেছি একজন আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে (এই বলে), তোমরা ঈমান আনো তোমাদের প্রভুর প্রতি। (তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে) আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের প্রভু! অতএব, তুমি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও, আমাদের সমস্ত মন্দকর্ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে, মুছে দাও। আর আমাদের ওফাত দান করো পুণ্যবানদের সঙ্গে। আমাদের প্রভু! তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা দেবে বলে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের দাও আর কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।"' সূরা আলে ইমরান : **১৯০-১৯৩**

সূচিপত্র

সময়ের পরিচর্যা **১৩**
- ইবাদাতে সময়ের মূল্য ১৫
- সময়ের বৈশিষ্ট্য ১৯
- সময়ের সাথে মুসলমানের দায়বদ্ধতা ২৪
- সময় থেকে উপকৃত হওয়া ২৪
- সময় কাটানো ২৭
- অবসরের গনিমত ২৭
- কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা ৩০
- দিবা-রাত্রির বিবর্তন থেকে শিক্ষা ৩৩
- সময় বিন্যাস ৩৪
- উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ ৩৮
- মর্যাদাবান সময় অনুসন্ধান ৪০
- মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন ৪৪

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের মধ্যে সময় **৫৬**
- ভবিষ্যতের পূজারি ৬৩
- ভবিষ্যৎ নিয়ে নৈরাশ্য : এক অশুভ চিন্তা ৬৪
- ভবিষ্যতের কল্পনা-বিলাস এবং দিবাস্বপ্ন ৭০
- ‘বর্তমান’-এর প্রেমিক ৭৪
- সময়ের সাথে সঠিক আচরণ ৭৬
- ভবিষ্যতে দৃষ্টিদান ৮২
- বর্তমানকে গুরুত্ব প্রদান ৮৪

দীর্ঘ হায়াত **৮৮**

মানুষের দ্বিতীয় জীবন **৯৭**
- সময় নষ্ট হয় যেভাবে ১০০

সময়ের পরিচর্যা

কুরআন-সুন্নাহর বহু জায়গায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই পরিচর্যার অগ্রভাগে রয়েছে সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা, সময়ের মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের বিশালতা। মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া ও করুণার বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে–

> 'তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন সূর্য আর চাঁদকে। তারা অবিরাম একই নিয়ম মেনে চলে। তিনি তোমাদের কল্যাণে আরও নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। তোমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছ (অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের প্রয়োজন), তার প্রত্যেকটিই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।' সূরা ইবরাহিম : ৩৩-৩৪

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন–

> 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত আর দিন; তারা একে অপরের পেছনে আসে। এ ব্যবস্থা করেছেন তাদের জন্য, যারা শিক্ষা গ্রহণ করার ইরাদা করে কিংবা ইরাদা করে শোকর আদায় করার।' সূরা ফুরকান : ৬২

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এক সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে রাতের পরে দিন আসে, দিনের পরে আসে রাত। কেউ যদি দিনে বা রাতের নির্দিষ্ট কোনো কাজ সময়মতো করতে সক্ষম না হন, তাহলে তিনি দিনের কাজ রাতে অথবা রাতের কাজ দিনে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা মাক্কি যুগে কুরআনের বেশ কিছু সূরার শুরুতে বিভিন্ন সময়ের কসম করেছেন। যেমন : রাত, দিন, ফজর, দুহা, আসর ইত্যাদি। যেমন : আল্লাহ তায়ালার কালামে এসেছে–

> 'শপথ রাত্রির! যখন সে আচ্ছন্ন করে।' সূরা লাইল : ১-২
>
> 'শপথ দিনের! যখন সে আলোকিত হয়।' ফাজর : ১-২
>
> 'শপথ ফজরের! শপথ দশ রাত্রির, শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির! যখন তা গভীর হয়।' দুহা : ১-২
>
> 'শপথ যুগের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।' আসর : ১-২

মুফাসসিরদের ব্যাখ্যায় এবং মুসলমানদের উপলব্ধিতে এটা পরিষ্কার, আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুর কসমের অর্থ—এই বিয়ষটির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তার গুরুত্ব, উপকারিতা কিংবা প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করছেন।

রাসূল ﷺ-এর কথাতেও সময়ের মূল্যের ওপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে সময়ের ব্যাপারে জবাবদিহিতার সমর্থনে অনেক কথা বলা হয়েছে। এমনকী শেষ বিচারে দিন আদম সন্তান যে চারটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তার দুটোই হলো সময়সংক্রান্ত। মুয়াজ ইবনে জাবাল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–

'রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত বান্দার পা বিন্দু পরিমাণ নড়বে না। তার জীবন সম্পর্কে; তা কোন কাজে ব্যয় করেছে। তার যৌবন সম্পর্কে; কীভাবে তা ক্ষয় করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে; কীভাবে আয় করেছে এবং কী কাজে ব্যয় করেছে। তার জ্ঞান সম্পর্কে; সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।'[১]

মানুষকে সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে, আর বিশেষ করে জিজ্ঞাস করা হবে যৌবন সম্পর্কে। বস্তুত যৌবন জীবনেরই একটা অংশ। তবে উজ্জীবিত জীবনিশক্তি এবং কার্যকর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হিসেবে যৌবনকালের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যৌবন মানুষের জীবনের দুটো দুর্বল অধ্যায়ের মধ্যবর্তী একটা শক্তিশালী অধ্যায়। একপাশে শৈশবের দুর্বলতা, অপরপাশে বার্ধক্যের দুর্বলতা; ঠিক যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

'আল্লাহ (সেই সত্তা), যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। তারপর দুর্বলতার পরে দেন শক্তি। শক্তির পর পুনরায় দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।' সূরা রুম : ৫৪

ইবাদাতে সময়ের মূল্য

ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ সময়কে মূল্যবান মনে করে প্রতিটি মিনিট ও সেকেন্ড গণনায় রাখে। ইসলাম দিন-রাত্রির পরিবর্তন, গ্রহসমূহের গতিধারা, কক্ষপথের বিবর্তন এবং দুনিয়ার কর্মযজ্ঞের সাথে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়। সেইসঙ্গে মানুষের চেতনা জাগরণের ওপর জোর দেয়।

যখন রাত বিদীর্ণ হয়ে সুবহে সাদিক তার চেহারাকে নেকাবমুক্ত করে, ঠিক তখন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে যায়, দিগন্ত বিস্তৃত দুনিয়ার বুকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। অসতর্কদের সতর্ক করে, ঘুমন্তদের জাগিয়ে তোলে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতি হাত থেকে পবিত্র ভোরের আবহ গ্রহণ করার তৃষ্ণা তাদের গভীর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তখন একটা ডাক আসে– এসো নামাজের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে, ঘুম হতে নামাজ উত্তম। এই ডাকে জিকিরে অভ্যস্ত জবান, শোকর আদায়কারী আত্মা এবং অজুর মাধ্যমে পবিত্র হাতগুলো সাড়া দেয়। তারা বলে,

১. বাজজার এবং তিবরানি সহিহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

'তুমি সত্য বলেছ, সত্যকে সমর্থন করেছ।' এরপর শয়তানের সকল গিট্টু খুলে যায়। আল্লাহর বান্দারা তাড়াতাড়ি সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে।[২]

যখন মধ্যাহ্নের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে, সূর্য আকাশের বুক থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ে, মানুষ দুনিয়াবি কাজ এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততায় ডুবে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই আহ্বানকারী আবার উঠে দাঁড়ায়। মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ, নবি ﷺ-এর রিসালাতসহ তাকবির-তাহলিলের সঙ্গে ডাকে, সালাত এবং কল্যাণের দিকে ডাকে। মানুষকে তার কর্মযজ্ঞ এবং রুটিন ওয়ার্ক থেকে টেনে বের করে আনে। যাতে তারা মহান স্রষ্টা, রিজিকদাতা এবং নিয়ন্ত্রকের সামনে একান্তে কিছু সময় কাটাতে পারে। দুনিয়ার অন্বেষণে ডুবে যাওয়া এবং বস্তুর পেছনে ছোটা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেতে পারে। আর এটা হলো দিনের মধ্যভাগে জোহরের সালাত।

আবার যখন প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, সূর্য অস্তগামী হয়, সেই আহ্বানকারী তৃতীয়বারের মতো উঠে দাঁড়ায়। তখন আসরের সালাতের জন্য আহ্বান করে।

সূর্যের চাকতি যখন আত্মগোপন করে, তার চেহারা যখন দিগন্ত থেকে গায়েব হয়ে যায়, তখন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী মুয়াজ্জিন চতুর্থবারের মতো আহ্বান করে। এটা দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর সালাত—সালাতুল মাগরিব। আর যখন পশ্চিম আকাশ থেকে লালিমা (লালচে আভা) মুছে যায়, ঠিক তখন দিনের শেষ সালাত এশার জন্য স্বর্গীয় আহ্বান ভেসে আসে।

আর এভাবেই একজন মুসলিম তার দিনের শুরুটা সালাত দিয়ে করে, শেষটাও সালাত দিয়ে করে। পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং দিন-রাতের বিবর্তনের সময় সর্বদা সে রবের সঙ্গে নিত্য-নতুন সাক্ষাতে ডুবে থাকে।

আবার প্রতি সপ্তাহেই জুমাবার আসে। সেদিন একই আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে নতুন একটি ডাক আসে; সমবেত সাপ্তাহিক সালাতের ডাক। সেই সালাতের বিশেষ ধরন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই সকল সালাতের বাইরে রয়েছে ভোর রাতের সালাত। রহমানের বান্দারা তখন উঠে দাঁড়ায় এবং রুকু-সিজদায় বাকি রাত কাটিয়ে দেয়। এ ছাড়াও রয়েছে সূর্যোদয়ের সালাত এবং দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ের নফল সালাত।

প্রতি মাসের শুরুতে নতুন চাঁদ উদিত হয়। মুসলমানরা তাকবির-তাহলিলের সঙ্গে নতুন এই অতিথি চাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করতে করতে বরণ করে নেয়। তখন তারা বলে–

> 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছেন। তোমাকে করেছেন সৃষ্টিজগতের জন্য নিদর্শন। হে আল্লাহ! তুমি এই চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, ইসলাম ও প্রশান্তির

২. এখানে মূলত ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণিত একটি হাদিসের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিঠ দেয়...

কারণ বানিয়ে দাও। তার বর্তমানে তোমার সন্তুষ্টি এবং পছন্দের কাজ করার তৌফিক দাও। এই চাঁদকে করো কল্যাণ এবং শুভবুদ্ধির লগ্ন। হে চাঁদ! তোমার এবং আমার, আমাদের দুজনের রবই আল্লাহ।'

প্রতিবছরই রমজান আসে। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানকে শৃঙ্খল পরানো হয়। এবার আর দুনিয়া থেকে নয়; আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী ডাকতে শুরু করে-

'হে কল্যাণ প্রত্যাশী! তোমার (কল্যাণমূলক) কাজে মনযোগী হও। হে অন্যায়ের আকাঙ্ক্ষী! তোমার (অন্যায়) কাজ থেকে নিবৃত থাকো।'

এ মাসে পাপীরা তওবা করে। আল্লাহবিমুখ মানুষজন সৎকাজে আগ্রহী হয়। অমনযোগী সতর্ক হয়ে যায়। বিভ্রান্ত পলাতক আসামিরা আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে ফিরে আসে। তারা একনিষ্ঠ সিয়াম-কিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাগফিরাত খুঁজতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ মাসে তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন–

'যে ব্যক্তি ঈমান এবং এহতেসাবের সাথে সিয়াম-সাধনা করে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ঈমান এবং এহতেসাবের সহিত কিয়ামুল লাইল আদায় করে, তারও পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।' বুখারি : ২০১৪

মুমিনের জন্য রমজান মাস একটি আধ্যাত্মিক সফর। তার পরপরই আসে আরও একটি সফর। আধ্যাত্মিক ও সাধারণ সফরের সমন্বয়ে হজের সফর। আর তার মাসগুলো শুরু হয় রমজান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই।

'হজের মাসগুলো[৩] (সাধারণভাবে) সবারই জানা আছে। এ সময় যে ব্যক্তি হজ করার ফয়সালা করবে, সে যেন হজের সময় (ইহরাম বাঁধার দিনগুলো) স্ত্রী সহবাস করা, পাপ কর্ম করা এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকে। তোমরা যা কিছু কল্যাণের কাজই করো, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (হজের সফরে প্রয়োজনীয়) পাথেয় সাথে নিও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া (মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ ভীতি)। আর হে বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী লোকেরা! তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।' সূরা বাকারা : ১৯৭

স্কলারবৃন্দ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে দিনের সময় ওজনের 'দাঁড়িপাল্লা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা জুমাকে সপ্তাহের, রমজানকে বছরের এবং হজকে জীবনের দাঁড়িপাল্লা গণ্য করতেন। তারা চাইতেন—সবাই প্রত্যেকটি দিন কাজে লাগাক। দিনের কাজ দিনে শেষ করুক। সপ্তাহের কাজ সপ্তাহে, মাসের কাজ মাসে। কারও যদি দিনের কোনো কাজ ছুটে যায়, তা সপ্তাহের মাঝে সমন্বয়

৩. মাসগুলো ১০ম ও ১১তম মাস এবং ১২তম মাসের প্রথম দশদিন অর্থাৎ শাওয়াল ও জিলকদ মাস এবং জিলহজ মাসের প্রথম দশদিন।

করে নেবে। সপ্তাহে কোনো কাজ ছুটে গেলে মাসের মাঝে শেষ করবে। এভাবেই দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর এবং পুরো জীবনকে কাজে লাগাবে। আর এটাই তাদের শেষ অবলম্বন।

এই সবগুলোর পাশাপাশি আসে আরেকটি ফরজ বিধান জাকাত, যা স্বাবলম্বী মুসলিমদের ওপর অধিকাংশ বছরই ফরজ হয়। ফরজ হয় প্রতিটি ফল-ফসল সংগ্রহ বা মজুদের সময়। কুরআনের ঘোষণা–

'আর এটির হক দান করো সংগ্রহের সময়।' সূরা আনয়াম : **১৪১**

এভাবেই একজন মুসলিমকে সময়ের গতির সাথে সচেতন থাকতে হয়। পরিবর্তনের সাথে সতর্ক পর্যবেক্ষক হতে হয়, যেন বছর শেষে কিংবা ফসল সংগ্রহের সময় জাকাতের নির্দিষ্ট সময় চলে না যায়।

সময়ের বৈশিষ্ট্য

কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সময় অন্য সবকিছু থেকে ব্যতিক্রম। আমাদের সেগুলো উপলব্ধিতে এনে সময়ের সাথে আচরণ করতে হবে। সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. **ত্বরিত ফুরিয়ে যাওয়া** : সময় মেঘের গতিতে চলমান, বাতাসের গতিতে ধাবমান। সুখ বা আনন্দ, কিংবা বিষণ্নতা বা দুঃখ—সব ক্ষেত্রেই সময় এই গতি মেনে চলে। যদিও মনে হয়, সুখের দিনগুলো দ্রুত ফুরিয়ে যায়, আর কষ্টের দিনগুলো যেতেই চায় না; আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে। বাস্তবে কিন্তু এমনটা ঘটে না। যে যেমন করে ভাবে, তার কাছে ঠিক তেমনই মনে হয়। জনৈক কবি বলেছেন–

مرت سنين بالوصال وبالهنا * فكانها من قصرها ايام

ثم انثنت ايام هجر بعدها * فكانها من طولها اعوام

ثم انقضت تلك السنون وأهلها * فكانها وكانهم احلام

'ধারাবাহিক সুখময় একটি সময় কাটিয়েছি,
বেশ কিছু বছর ধরে।
মনে হলো যেন কয়েকটি দিন...
এরপর শুরু হলো বিচ্ছেদ আর বেদনাভরা কালো দিন;
ক'দিনই-বা গেল, উপলব্ধিটা কিন্তু বহু বছরের।
সুখ-দুঃখ কাটিয়ে নতুন সময়ে পা দিতেই;
এ তো শুধুই স্বপ্ন এবং সবকিছু আগের।'

দুনিয়ায় মানুষের বয়স যত বেশিই হোক, বাস্তবে তা নিতান্তই ক্ষুদ্র। মানুষের জীবনে কত কিছু ঘটে! কিন্তু শেষটা ঠিকই মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়। আল্লাহ কবির ওপর রহম করুন। তিনি বলেছেন–